

ডিজিটাল সেনসাসের পথে

দেশ: শুরু স্ব-গণনা

নীতিজটেই শিল্পে পিছিয়ে

আয়োগের রিপোর্টে তৃণমূল আমলের ভ্রান্ত শিল্পনীতি

১৭ জুলাই : জনগণনা ২০২৭-এর প্রথম পর্যায়ের আওতায় গৃহতালিকা ও আবাসন সমীক্ষার জন্য স্ব-গণনা বা ‘সেলফ এনুমারেশন’ প্রক্রিয়া বৃহস্পতিবার থেকে তামিলনাড়ু ও ত্রিপুরায় শুরু হয়েছে। আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত এই অনলাইন সুবিধা চালু থাকবে। এরপর ১ থেকে ৩০ অগস্ট পর্যন্ত বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ করবেন গণনাকর্মীরা।

তামিলনাড়ু ও ত্রিপুরার বাসিন্দারা সরকারি স্ব-গণনা পোর্টালের মাধ্যমে নিজেদের তথ্য জমা দিতে পারবেন। যাঁরা এই পদ্ধতিতে তথ্য দেবেন, তাঁদের তৈরি হওয়া ‘সেলফ এনুমারেশন আইডি’ (এসই আইডি) সংরক্ষণ করে রাখতে বলা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে গণনাকর্মীরা বাড়িতে গেলে সেই নম্বর দেখাতে হবে। অন্যদিকে, কেরল ও নাগাল্যান্ডে বর্তমানে গৃহতালিকা ও আবাসন সমীক্ষার মাঠপর্যায়ের কাজ চলছে। এই প্রক্রিয়া আগামী ৩০ জুলাই পর্যন্ত চলবে।

যেসব পরিবার স্ব-গণনার পথ বেছে নেননি, তাঁদের তথ্য গণনাকর্মীরা সরাসরি বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী, জনগণনা ২০২৭-এর প্রথম পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যেই ২৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সম্পূর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, বিহার, চণ্ডীগড়, ছত্তীসগড়, দাদরা ও নগর হাভেলি ও দমন ও দিউ, দিল্লি, গোয়া, গুজরাত, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, লাদাখ, লক্ষদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, মিজোরাম, ওড়িশা, পুদুচেরি, পঞ্জাব, রাজস্থান, সিকিম, তেলঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড। এই প্রথমবার জনগণনা সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি বিশেষ

মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে একই সঙ্গে প্রচলিত বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থাও বজায় রাখা হয়েছে, যাতে কোনও পরিবার বাদ না পড়ে। গৃহতালিকা ও আবাসন সমীক্ষার পর্যায়ে ৩৩টি নির্ধারিত প্রশ্নের মাধ্যমে পরিবারের বাসস্থানের অবস্থা, পরিবারের সদস্যসংক্রান্ত তথ্য, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এবং সম্পত্তির বিবরণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, জনগণনা আইন, ১৯৪৮-এর আওতায় সংগৃহীত সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং তা শুধুমাত্র পরিসংখ্যান ও উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজে ব্যবহার করা হবে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাসিন্দাদের জনগণনা প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং গণনাকর্মীদের সহযোগিতা করার আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্র।

প্রসঙ্গত, ভারতে জনগণনার ইতিহাস প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো। ব্রিটিশ শাসনকালে ১৮৭২ সালে তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড মায়োর উদ্যোগে প্রথমবারের মতো জনগণনা পরিচালিত হয়। যদিও সেই গণনা ছিল আংশিক এবং বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৮৮১ সালে লর্ড রিপনের আমলে প্রথম নিয়মিত ও সমগ্র ভারতব্যাপী জনগণনা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় থেকেই প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনা পরিচালনার প্রথা চালু হয়, যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

১৯৪৮ সালে জনগণনা আইন প্রণীত হওয়ার পর এই প্রক্রিয়া আরও সুসংগঠিত রূপ পায়। স্বাধীন ভারতের প্রথম জনগণনা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে। এরপর ১৯৬১, ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ এবং ২০১১ সালে পর্যায়ক্রমে জনগণনা সম্পন্ন হয়েছে। ২০২১ সালের জনগণনা করোনা মহামারির কারণে স্থগিত হয়ে যায়।

১৭ জুলাই : বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য প্রথমবার ‘ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলিনেস ইনডেক্স’ (আইএফআই) প্রকাশ করল নীতি আয়োগ। কেন্দ্রের দাবি, এই সূচক প্রতিযোগিতামূলক ও সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে এবং শিল্প ও বাণিজ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে উৎসাহিত করবে। তবে প্রকাশিত এই ইন্ডেক্সে তৃণমূল আমলে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি নীতির যে ফাঁদ, তার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা হয়েছে। ইনডেক্স অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করেছে ভ্রান্ত শিল্পনীতি। যে কারণে দেশের অন্যান্য বড় রাজ্যগুলির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ শিল্পক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে গিয়েছে। সারা দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ২৪-তম বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃণমূল আমলের ভ্রান্ত দিকগুলিকে রিপোর্টে উল্লেখ করে, নীতি আয়োগ জানিয়েছে, পর্যালোচনার মাধ্যমে নয়া নির্দেশিকার সফল বাস্তবায়ন হলেই পশ্চিমবঙ্গ দেশের প্রথম তিনটি বিনিয়োগবান্ধব রাজ্যের সঙ্গে পাল্লা দেবে।

কেন্দ্রীয় সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের নবম গভর্নিং কাউন্সিল বৈঠকে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য একটি নীতিপত্র তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটেও ‘ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলিনেস ইনডেক্স’ তৈরির ঘোষণা করা হয়।

নীতিআয়োগের প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিনিয়োগ-পরিবেশ মূল্যায়নের জন্য একটি তথ্যভিত্তিক কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে অবকাঠামো, প্রশাসনিক দক্ষতা, নীতিগত স্থিতিশীলতা, নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার মতো একাধিক সূচকের ভিত্তিতে এই মূল্যায়ন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগত সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাস্তবে বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্ত অনেকাংশেই নির্ভর করে রাজ্যস্তরের পরিবেশের উপর। শিল্পের জন্য জমির প্রাপ্যতা, পরিবহণ ও ডিজিটাল অবকাঠামো, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং স্থিতিশীল নীতিকাঠামো বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

মোট আটটি প্রধান ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে এই সূচক তৈরি করা হয়েছে। এগুলি হল— অবকাঠামো, ব্যবসায়িক পরিবেশ, সম্পদের

প্রাপ্যতা, সরকারি নীতি, নিয়ন্ত্রক সহজীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ, আর্থিক স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত স্থিতিশীলতা। এই মূল্যায়নের জন্য মোট ৮৪টি সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারি তথ্যের পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের মতামতও সমীক্ষার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মোট নম্বরের ভিত্তিতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে— ‘টপ পারফর্মার’, ‘ফস্টরানার’, ‘এমার্জিং পারফর্মার’ এবং ‘অ্যাসপায়ারিং স্টেট’। ৫০-এর বেশি নম্বর পাওয়া রাজ্যগুলিকে ‘টপ পারফর্মার’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সামগ্রিক সূচকে গুজরাত প্রথম স্থান দখল করেছে। তার পরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, গোয়া এবং ওড়িশা। মোট ১৫টি রাজ্য ‘ফস্টরানার’ বিভাগে স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে আটটি করে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ‘এমার্জিং পারফর্মার’ এবং ‘অ্যাসপায়ারিং’ বিভাগে রয়েছে।

ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে রাজ্যগুলিকে তিনটি পৃথক গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে— বৃহৎ রাজ্য, পাহাড়ি ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও শহরভিত্তিক রাজ্য। বৃহৎ রাজ্যগুলির মধ্যে গুজরাত প্রথম, মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় এবং তামিলনাড়ু তৃতীয় স্থান পেয়েছে। পাহাড়ি ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষে রয়েছে উত্তরাখণ্ড, তার পরে অসম এবং হিমাচল প্রদেশ। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও শহরভিত্তিক রাজ্যগুলির তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে গোয়া, দ্বিতীয় দিল্লি এবং তৃতীয় চণ্ডীগড়।

প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য পৃথক প্রোফাইলও প্রকাশ করেছে নীতি আয়োগ। সেখানে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শক্তি, দুর্বলতা, বিনিয়োগকারীদের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতের সংস্কারের ক্ষেত্রগুলি তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্রের মতে, এই সূচক শুধু র‍্যাঙ্কিং তৈরির জন্য নয়; বরং আগামী দিনে ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্যে রাজ্যগুলির বিনিয়োগ পরিবেশ আরও শক্তিশালী করার একটি কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অসম-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ হচ্ছে। ফলে ওই অঞ্চলে সড়ক ও রেল অবকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অসমের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার মান ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজ্যে কোনও নতুন ব্যবসা শুরু করতে গেলে এখনও

দ্বিতীয় পাতায়

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যাগ, মৌচাকে টিল

আর্থিক তহরুপের হদিশ পেতে বড় সিদ্ধান্ত শিক্ষা দপ্তরের... সন্দর্শন বিশেষ প্রতিবেদনের প্রথম পর্ব

১৭ জুলাই : তৃণমূল আমলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে বারেবারে সরব হয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা ও রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নানান সময়ে তিনি একের পর এক নথি পেশ করে তুলে ধরেন ভবিষ্যি তহরুপ থেকে ভুলো খাতে ছাত্রছাত্রীদের টাকা জমা দেওয়ার নিদর্শ। রাজ্যে পালাবদলের পরে সেই বিপুল তহরুপের হদিশ পেতেই রাজ্য সরকার সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ক্যাগ বা কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের অফিসকে অনুরোধ করে আর্থিক কেলেঙ্কারির হদিশ, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে খুঁড়ে বের করতো। সেই মতো জুলাইয়ের ১৫ তারিখেই দেওয়া হয় নির্দেশিকা। তারপরেই তৃণমূল মদতপুষ্ট দুর্নীতিগ্রস্ত একেকজন অধ্যক্ষ ও উপাচার্যদের মধ্যে শুরু হয়েছে আভ্যন্তরীণ চাপানউতোর।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যাঁরা সামনে থেকে এই দুর্নীতি দেখেছেন, কিন্তু প্রাণভয়ে কখনওই প্রতিবাদ করেননি, তাঁদের দাবি, দুর্নীতির শেকড় অনেক গভীরে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক বলেন, আইনবহির্ভূত ভাবে কোথাও প্রতিষ্ঠানের নামে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। জয়েন্ট অপারেটর হিসেবে আছেন দুজন ব্যক্তির নাম- যাঁরা বছরের পর বছর ধরে অপরিবর্তিত। সেই অ্যাকাউন্টগুলি থেকে অর্জিত সুদ ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে আরও কয়েকজনের নামে। কোথাও আবার কোন সাসপেনশন অ্যাকাউন্টে টাকা সরিয়ে সরাসরি ফিল্ডড ডিপোজিট করে দেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠানের নামে...তার সুদের ভাগ নিয়েও ঐ একই গল্প। এছারাও সরকারি নজরদারি এড়িয়ে এলামনি অ্যাসোসিয়েশন, ডেভেলপমেন্ট কমিটি বা ইন্টার্নাল কোয়ালিটি অ্যাপ্রোওরেন্স সেল-এর নামেও আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলে সেখানে সরিয়ে রাখা হয়েছে দেদার অর্থ!

এই মৌচাকেই টিল ফেলেছে অর্থ দপ্তরের অডিট ব্রাঞ্চের ১৫ জুলাইয়ের নির্দেশিকাটি। যেখানে বলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ৩১টি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার পোষিত ও সরকারি মিলিয়ে ৫০৬টি কলেজকে আনা হচ্ছে কন্ট্রোলার

এন্ড অডিটর জেনারেল বা ক্যাগ অডিট এর আওতায়। শিক্ষাপ্রশাসন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহলের একটা বড়ো অংশের অভিমত: বিগত দুই দশকে ক্ষমতাসীন সরকার কেন্দ্রীয় সংস্থার অডিটকে বরাবর হিসেবের বাইরেই রাখতে চেয়েছিল। সরকার পরিবর্তনের পর বিকাশ ভবনে কিছু আরটিআই ও স্থানীয় স্তরে জমা হওয়া বিপুল অভিযোগের ভিত্তিতেই এই সামগ্রিক তদন্তের নির্দেশ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্টুডেন্ট ইউনিয়নের কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ ইউনিয়ন ফি নাম দিয়ে প্রতিবছর ছাত্রছাত্রীদের থেকে

তৃণমূল আমলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে বারেবারে সরব হয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা ও রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ...পালাবদলের পরে সেই বিপুল তহরুপের নাগাল পেতেই রাজ্য সরকার সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ক্যাগ বা কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের অফিসকে অনুরোধ করে আর্থিক কেলেঙ্কারির হদিশ, খুঁড়ে বের করতে। সেই মতো জুলাইয়ের ১৫ তারিখেই দেওয়া হয় নির্দেশিকা। তারপরেই তৃণমূল মদতপুষ্ট দুর্নীতিগ্রস্ত একেকজন অধ্যক্ষ ও উপাচার্যদের মধ্যে শুরু হয়েছে আভ্যন্তরীণ চাপানউতোর।

আদায় করা হয়েছে টাকা। আর তিলে তিলে জমা হওয়া সেই মধুভান্ডের সন্ধানে ইউনিয়ন রুম দখল করে চলেছে একশ্রেণীর প্রাক্তন ছাত্রের দাদাগিরি এবং ক্ষমতা দখল। স্থানীয় স্তরে নেতা থেকে আরম্ভ করে কলেজের অধ্যক্ষ, বারসার ও অ্যাকাউন্ট্যান্ট এর মতো ব্যক্তিদের কেউই এই চক্রের বাইরে নন। অনুমান, এই তদন্তের নির্দেশ তাঁদের অনেকের অস্থিত্তি বাড়াবে। এই অংশের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকের সংখ্যা কম হলেও, তাঁদের অস্তিত্ব আছে। অডিট সম্পর্কিত নির্দেশিকা সামনে আসার পরেই উত্তরবঙ্গের একটি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টস অফিসার জানান, এই নির্দেশনামাকে স্বাগত জানাচ্ছি। ক্যাগ সাধারণত আয়-ব্যয়ের ক্যাশ ফ্লো অনুসরণ করে এবং তাতে কোনও অসঙ্গতি বা সমস্যা আছে কিনা সেটা চিহ্নিত করে। একবার ক্যাগ অডিট এর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারলে জোর গলায় বলা যাবে- বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। আর ক্যাশ ফ্লো ডিস্ক্রিপশন্স থাকলে তা অডিট ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টে ধরা পড়বেই।

তৃণমূল আমলে অবসর নেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের জনৈক আধিকারিক বলেন, “সাধারণত এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে একাধিক লোকাল অ্যাকাউন্ট থাকে,যার হিসাব ট্রেজারি বা সংশ্লিষ্ট কারোর কাছে দাখিল করতে হয় না। সেখানেও পাবলিক মানি ট্রানজাকশনই হয়। সেই অ্যাকাউন্টগুলি কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বা তা যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ কিনা অডিট টিম সেগুলো খতিয়ে দেখতে পারে। হয়তো নামকাওয়াস্তে একটা টেন্ডার প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে, পছন্দের ব্যক্তিকে অর্ডার পাইয়ে দেবার জন্য...ক্যাগের অডিট টিম প্রশ্ন তুলতে পারে সেই প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা নিয়েও। কাজেই এই অডিটকে আদৌ হালকাভাবে নেওয়ার কিছু নেই। বরং অডিটের যোগ্য উত্তর দিতে না পারলে সাসপেন্ড হয়ে যেতে পারেন অধ্যক্ষ ও উপাচার্যদের একাংশ।

ক্যাগ অডিটের এই সাম্প্রতিক নির্দেশনামা নিয়ে কি ভাবছেন তথাকথিত স্টেকহোল্ডাররা? সেখানে উঠে আসছে নানা বিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী পর্যবেক্ষণ।

(চলবে)

ডোপিং রুখতে

কঠোর হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার

১৭ জুলাই : খেলাধুলায় ডোপিং রুখতে আরও কড়া আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে জাতীয় অ্যান্টি-ডোপিং আইনে, ২০২২ এবং জাতীয় অ্যান্টি-ডোপিং (সংশোধনী) আইন, ২০২৫ কার্যকর করল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার কেন্দ্রের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে এই দুই আইনের কার্যকারিতা ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের দাবি, নতুন আইনি কাঠামোর ফলে খেলাধুলায় নিষিদ্ধ ওষুধের ব্যবহার রোধ, খেলোয়াড়দের অধিকার সুরক্ষা এবং প্রতিযোগিতার স্বচ্ছতা বজায় রাখা আরও সহজ হবে।

নতুন আইনগুলি বিশ্ব অ্যান্টি-ডোপিং কোড (ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি-ডোপিং কোড)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একই সঙ্গে, খেলাধুলায় ডোপিং রোধ সংক্রান্ত ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক কনভেনশনের অধীনে ভারতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও এই আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য, এই আইন কার্যকর হওয়ার ফলে দেশের সমস্ত ক্রীড়াক্ষেত্রে ডোপিং-বিরোধী পদক্ষেপের জন্য একটি শক্তিশালী আইনি ভিত্তি তৈরি হবে। ডোপ পরীক্ষার পদ্ধতি, তদন্ত, গোয়েন্দা নজরদারি, সচেতনতা কর্মসূচি এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি খেলোয়াড়দের অধিকার রক্ষার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২০২৫ সালের সংশোধনী আইনে জাতীয় অ্যান্টি-ডোপিং

দ্বিতীয় পাতায়

